মেহেরপুরে তীব্র শীতে সবজির বাজার স্থিতিশীল

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম গত সপ্তাহের সাথে স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির দাম ও স্থিতিশীল। সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা ওঠানামা দেখা গেছে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে এসকল ওঠনামা দেখা যায়।

পাইকারি বাজারে নতুন আলু ২৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৫০ টাকা থেকে কমে ৪৫ টাকায়, রসুন ৫০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৪৫ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকা, আদা ৩০ টাকা কমে ১২০ টাকা। বেগুন ৩৫ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকায়, শিম ও মূলা ১০ ও ৩০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ৯০ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকায়, শশা ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৫ টাকা কেজি, বাধাকপি ১০ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা বেড়ে ৩০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে নতুন আলু ৩০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৬০ টাকা থেকে কমে ৫৫ টাকায়, রসুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা, আদা দাম কমে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বেগুন ৪০ টাকায় স্থিতিশীল , শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ১১০ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকায়, শশা ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা, পেঁপে ২৫ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ১০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২০ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা বেড়ে ৪০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ২০০-৪০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৫০ টাকা, পাঙাস ১৬০ টাকা, সিলভার ১৮০ টাকা, জিওল ২৫০-৩৫০ টাকা, ইলিশ ৩০০-৩০০০ টাকা, দেশি চিংড়ী ১০০০ টাকা, গলদা ৭০০ টাকা।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৭০, সোনালি মুরগি ২৬০, লেয়ার মুরগি ২৬০৷ ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতারা জানান, “বাজারে সরবরাহ ভালো আছে। পাইকারিতে দাম কম থাকায় খুচরা বাজারেও দাম কম। দাম কম হলে ক্রেতা বেশি আসছে, এতে বিক্রি অনেক ভালো হচ্ছে।”

অন্যদিকে ক্রেতারা বলেন, “আগের তুলনায় এখন সবজির দাম অনেক কম। পরিবারের জন্য বাজার করে অনেক স্বস্তি পাচ্ছি। প্রতিদিনের কেনাকাটায় কম খরচ হচ্ছে, এটাই বড় সুবিধা।”

মেহেরপুর তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন,“বর্তমানে সবজির উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাজারে সরবরাহ পর্যাপ্ত। পাইকারিতে স্থিতিশীল দাম খুচরা বাজারেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমরা বাজার নিয়মিত ঘুরে দেখছি , যাতে কেউ ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে না পারে। ক্রেতারা স্বস্তিতে বাজার করতে পারছেন এটাই আমাদের সবার জন্য ভালো ।”

তীব্র শীতেও থেমে নেই কৃষকের সংগ্রাম

তীব্র শীতেও থেমে নেই কৃষকের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতই কর্মক্ষেত্র। সূর্যের আলো আর একটু বেলা গড়ালে রোদের পরশ না পেলেও কুয়াশা ঢাকা সকালেই বেরিয়ে পড়ছে নিজ ক্ষেতে খামারের কাজের উদ্দেশ্য। কেউ বা চাদর, কেউ বা মোটা ভারি শীত নিয়ন্ত্রণ করার পোশাক পরেই ছুটে ছলছে গন্তব্য স্থানে।তবে জুটছে না অনেক কৃষকের গায়ে মোটা কাপড়ের শীত নিয়ন্ত্রণ করার পোশাক।

এমন একজন কৃষক আলমগীর হোসেন জানান, আজ চারদিন ধরে কখন সকাল কখন যে দুপুর বোঝার উপায় নেই। এই সকালে যখন সবাই ল্যাপ কাথা মুড়ে দিয়ে শান্তির ঘুমে মগ্ন তখন আমরা কৃষক ফসলের ফলনশীলতার কথা ভেবে ছুটে আসি নিজ নিজ ক্ষেতে ক্ষামারের কাজে। আমার তো এত শীত নিয়ন্ত্রণ করার মত মোটা পোশাক ও নেই তবে সমস্যা হয় না এসে কাজ শুরু করলে গরম লেগে যায়।আমরা গরীব কৃষক ভাই আমাদের কস্টের মূল্য ডা কোথায় এসব কোন ব্যাপার না।

এ দিকে কামরুল ইসলামের সাথে কথা বলে জানতে পারি এত শীত যা শরীর শক্ত হয়ে যায় তবুও কাজ করতে বের হতে হচ্ছে। কারন বাড়ির খরচ নির্ভর করে এই আবাদের উপর যদি এই আবাদ ভালো ভাবে না করতে পারি ক্ষেতে কে দিবে।

ঠান্ডা ভাত খেয়েও অনেকের শুরু হচ্ছে কাজের সূচনা। তবে কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ এ দেশের আর্থিক অবস্থা এক তৃতীয়াংশ নির্ভর করে কৃষির উপর যার সম্পূর্ন টাই টিকিয়ে রেখেছে গ্রাম বাংলার এই সকল সংগ্রামী কৃষকেরা।তাদেরও ইচ্ছে করে এই কঠিন শীতে সকাল টা লেপ বা কম্বলের ভীতর শান্তি তে কাটিয়ে দিতে তা না করে ছুটে চলে কর্মে।তাদের এমন আত্মা ত্যাগেও কতন মনে রাখে? এমন প্রশ্নই করেছে অনেক কৃষক।

তবে জানিয়েছেন অনেক কৃষক এমন শীত ও অতিরিক্ত কুয়াশার কারনে ধানের চারা কটাশে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এমন ভাবে চলতে থাকলে চারা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। তবে এটা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই সকল ভোরে এসে লাঠি দিয়ে চারার গায়ে থেকে কুয়াশা ফেলায় ব্যাস্ত।

এ বিষয়ে আবহাওয়া অফিসের কাছে থেকে জানা গেছে এমনটা চলবে মিনিমাম ৭ দিন তবে আস্তে আস্তে স্বাভাবিকের দিকেই ফিরবে বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয় কৃষক আলমগীর হোসেন আরো জানান, অসহায় গরীব অনেক কৃষক আছেন যারা একটা শীতের মোটা ভারি পোষাক কিনতেও পারছে না। তাদের দেওয়ার মত কেউ নেই।আমি চাই আমাদের গরীব দুঃখী কৃষকের পাশে কেউ থাকুক।একটু মূল্যায়ন করা হোক।

দামুড়হুদায় ঘনকুয়াশা ও তীব্র শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত

ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে দামুড়হুদা উপজেলায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত সোমবার থেকে সুর্যের দেখা মেলেনি। ফলে শহর ও গ্রাম-গঞ্জের জনজীবন কাহিল হয়ে পড়েছে। তীব্র শীতে ও ঘন কুয়াশায় রাস্তাঘাটে যানবাহন ও মানুষ চলাচল কমে গেছে। হাতে কাজ না থাকায়